দৈনিক বাংলা

তারিখ ২২।৮।৮১
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আরো ২ বার বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল ঃ শ্বেতপত্র

মেজর জেনারেল মঞ্জুর সম্ভাব্য এক সেনাবিদ্রোহ এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানক হত্যার পরিকল্পনা তৈরী ও চিন্তা করেছিলেন অপর দুই স্থাপতি মরহুম লেফটেন্যান্ট কর্নেল মতিউর রহমান ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহবুবুর রহমানের সহযোগিতায়।

চট্টগ্রাম সেনা বিদ্রোহ ও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যা সম্পর্কিত শ্বেতপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের পূর্বানুবৃত্তিতে একথা বলা হয়েছে বলে বাসসর খবরে উল্লেখ করা হয়।

শ্বেতপত্রে বলা হয় সেনাবিদ্রোহ ও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরও যারা সহযোগিতা করেন তাদের মধ্যে ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল দেলওয়ার হোসেন ও মেজর খালেদ। বলপূর্বক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্যে সেনাবিদ্রোহ সংঘটিত করা এবং প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার উপরোক্ত ষড়যন্ত্রকারীরা পরিকল্পনা করেছিলেন ও প্রয়োজন মনে করেছিলেন।

শ্বেতপত্রে বলা হয় ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোতি লেফটেন্যান্ট কর্নেল দেলওয়ারকে সেনাবিদ্রোহের দুটি পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেন।

তাঁর প্রথম পরিকল্পনা ছিলো ১৯৮০ সালের ১৯শে ডিসেম্বরে। ১৯৮০ সালের ২০শে ডিসেম্বরে বিএসএ ক্যাডেটদের এক শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো। সেই অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং সেনাবাহিনীর অন্যান্য সিনিয়র অফিসারদের যোগদানের কথা ছিলো। সিদ্ধান্ত হয় যে জিওসি হিসেবে মেজর জেনারেল মঞ্জুর ১৯৮০ সালের ১৯শে ডিসেম্বরে ইবিআরসি অফিসার মেসে যেখানে প্রেসিডেন্টসহ সকল ভিআইপিকে আমন্ত্রণ করা হবে এক নৈশভোজের আয়োজন করবেন। বিকল্পভাবে প্রেসিডেন্ট যদি চট্টগ্রামে সার্কিট হাউসে অবস্থান করেন তাহলে দুটি গ্রুপ গিয়ে সার্কিট হাউসে হামলা করবে এবং তাঁকে ইবিআরসি প্যারেড গ্রাউন্ডে তুলে আনবে।

শ্বেতপত্রে বলা হয় দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি ছিলো কক্সবাজারে পরিকল্পিত আররন শীল্ড এমফিবিয়াস ল্যান্ডিং মহড়ার সময়কার। সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে উক্ত ল্যান্ডিং মহড়া পরিদর্শন করবেন প্রেসিডেন্ট, তিন বাহিনী প্রধানগণ ও সিনিয়র অফিসারবৃন্দ। পরিকল্পনা ছিলো প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য সিনিয়র অফিসারকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার প্যারেড গ্রাউন্ডে তুলে আনা হবে এবং প্রেসিডেন্টকে তাদের দাবী দাওয়া মেনে নিতে জোর করা হবে। তাদের দাবীদাওয়ার মধ্যে ছিলো একটি বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন, সংবিধান বাতিল করা, তিন বছর কোনো নির্বাচন হবে না, কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা চলবে না।

শ্বেতপত্রে বলা হয় মেজর জেনারেল মঞ্জুর তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে অফিসার, জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার ও অন্যান্য পদের সামরিক লোকজনকে প্ররোচিত করতে থাকেন এবং প্রতিটি সুযোগেই তাদের মধ্যে বক্তৃতা করেন। তিনি এধরনের সর্বশেষ বক্তৃতা করেছেন ১৯৮১ সালের ২৩শে মার্চ হাটহাজারী লং রেঞ্জে যেখানে ডিভিসন্যাল এ্যান্টি ট্যাংক ক্যাডার রয়েছে। বক্তৃতাকালে তিনি তাদের পেশ ও কাজ সম্পর্কে বক্তব্য না রেখে রাজনৈতিক ও আপত্তিকর বক্তব্য রাখতেন।

একজন বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁর তথাকথিত ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্যে তিনি 'দি টেন্ড সেটার্স' নামক একটি সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন।

এই গোপন সংস্থাটির প্রধান হলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। এই সংস্থাটি ১৯৮১ সালের ১০ই মে রাত একটি সেমিনারের আয়োজন করে এবং মেজর জেনারেল মঞ্জুর তাতে সভাপতিত্ব করেন। এই সেমিনারের উদ্দেশ্য ছিলো মেজর জেনারেল মঞ্জুরের তথাকথিত রাজনৈতিক দর্শনকে জনপ্রিয় করে তোলা। মজার ব্যাপার হলো 'দি টেন্ড সেটার্স'-এর প্রেসিডেন্ট মিঃ জিয়াউর রহমান গত ১৯৮১ সালের ২৯শে মে রাত ৮টায় বিদ্রোহী মেজর জেনারেল মঞ্জুরের সঙ্গে তাঁর দফতরে সাক্ষাৎ করেন এবং অতপর ১৯৮১ সালের ৩০শে মে এই জিয়াউর রহমান সেনা বিদ্রোহ সংক্রান্ত একটি সাংকেতিক বার্তা অন্যান্য স্থানে বহন করেন।

তৃতীয় অধ্যায়ের পূর্বানুবৃত্তি

১৯৮০ সালের শেষ দিকে সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমনের প্রতি মেজর জেনারেল মঞ্জুরের মনোভাব অত্যন্ত উদাসীন ও অশ্রদ্ধাপূর্ণ হয়ে পড়ে। ১৯৮০ সালের ২০শে ডিসেম্বরে শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজের নৈশভোজ অনুষ্ঠানে তাঁর আচরণ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

মেজর জেনারেল মঞ্জুর সম্ভাব্য এক সেনা বিদ্রোহ এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যার পরিকল্পনা তৈরি ও চিন্তা করেছিলেন অপর দুই স্থপতি মরহুম লেফটেন্যান্ট কর্নেল মতিউর রহমান ও মরহুম লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহবুবুর রহমানের সহযোগিতায়। মরহুম লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহবুবুর রহমান মেজর জেনারেল মঞ্জুরের ভাগ্না। সেনা বিদ্রোহ ও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরও যারা সহযোগিতা করেন তাদের মধ্যে ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল দেলওয়ার হোসেন ও মেজর খালেদ। বলপূর্বক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্যে সেনা বিদ্রোহ সংঘটিত করা এবং প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার উপরোক্ত ষড়যন্ত্রকারীরা পরিকল্পনা করেছিলেন ও প্রয়োজন মনে করেছিলেন।

সরকারের ব্যর্থতা ও জনগণের দুর্ভোগ তুলে ধরে জুনিয়র অফিসার জোসও এবং অন্যান্য র‍্যাংকের লোকজনকে তাদের পক্ষে টানা যাবে। ষড়যন্ত্রকারীরা মনে করেছিলেন যে সরকারের মধ্যে, রাজনীতিকদের মধ্যে বিশেষ করে মন্ত্রীদের মধ্যে কথিত দুর্নীতি, মুদ্রাস্ফীতি, আইনশৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি দেখিয়ে তারা ওই এলাকার সৈন্যদের বিভ্রান্ত করে কাজ হাসিল করতে পারবেন এবং তাদের সঙ্গে বিদ্রোহী হিসেবে যোগ দিয়ে বিদ্রোহ সংঘটিত করতে পারবেন এবং প্রেসিডেন্ট জিয়ার নেতৃত্বে বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে বলপূর্বক উৎখাত করতে পারবেন।

মেজর জেনারেল মঞ্জুর ষড়যন্ত্র সফল করে তুলতে সামরিক শৃংখলা ও সরকারী আনুষ্ঠানিকতা ঝেড়ে ফেলে দেন এবং অবাধে অফিসারদের সঙ্গে মিশতে শুরু করেন। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্যে তাঁর বাড়িতে তাদের নিয়ে তাস খেলাসহ নানাভাবে আপ্যায়ন করতে শুরু করেন। সুযোগ পেলেই তিনি তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও পরিকল্পনার সমর্থনে তাদের প্ররোচিত করতে বক্তৃতা করেন।

১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোতি লেফটেন্যান্ট কর্নেল দেলওয়ারকে সেনা বিদ্রোহের দুটি পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেন। তাঁর প্রথম পরিকল্পনা ছিলো ১৯৮০ সালের ১৯শে ডিসেম্বরে। ১৯৮০ সালের ২০শে ডিসেম্বরে বিএমএ ক্যাডেটদের এক শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো। সেই অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং সেনাবাহিনীর অন্যান্য সিনিয়র অফিসারদের যোগদানের কথা ছিলো। সিদ্ধান্ত হয় যে জিওসি হিসেবে মেজর জেনারেল মঞ্জুর ১৯৮০ সালের ১৯শে ডিসেম্বরে ইবিআরসি অফিসার মেসে যেখানে প্রেসিডেন্টসহ সকল ভিআইপিকে আমন্ত্রণ করা হবে এক নৈশ ভোজের আয়োজন করবেন। সেখানে তাদের সকলকে আটক করা হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়। বিকল্পভাবে প্রেসিডেন্ট যদি চট্টগ্রামে সার্কিট হাউসে অবস্থান করেন তাহলে দুটি গ্রুপ গিয়ে সার্কিট হাউসে হামলা করবে এবং তাঁকে ইবিআরসি প্যারেড গ্রাউন্ডে তুলে আনবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি হলো কক্সবাজারে পরিকল্পিত আয়রনশীল্ড এ্যামফিবিয়াস ল্যান্ডিং মহড়ার সময়কার। সিদ্ধান্ত করা হয়েছিলো যে উক্ত ল্যান্ডিং মহড়া পরিদর্শন করবেন প্রেসিডেন্ট তিন বাহিনী প্রধানগণ ও সিনিয়র অফিসারবৃন্দ। পরিকল্পনা ছিলো প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য সিনিয়র অফিসারকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার প্যারেড গ্রাউন্ডে তুলে আনা হবে তাদের দাবী দাওয়া মেনে নেয়ার জন্যে প্রেসিডেন্টের ওপর জোর করা হবে। তাদের দাবী-দাওয়ার মধ্যে ছিলো একটি বিপ্লবী পরিষদ গঠন, সংবিধান বাতিল করা, তিন বছর কোনো নির্বাচন হবে না, কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা চলবে না।

মেজর জেনারেল মঞ্জুর তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে অফিসার, জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার ও অন্যান্য পদের সামরিক লোকজনকে প্ররোচিত করতে থাকেন এবং প্রতিটি সুযোগেই তাদের মধ্যে বক্তৃতা করেন। তিনি এ ধরনের সর্বশেষ বক্তৃতা করেন ২৩শে মার্চ ১৯৮১ হাটহাজারী লং রেঞ্জে যেখানে ডিভিশনাল এ্যান্টিট্যাংক ক্যাডার রয়েছে।

বক্তৃতায় তাদের পেশাগত ও কাজ সম্পর্কে বক্তব্য না রেখে তিনি যেসব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন তা ছিলো রাজনৈতিক ও আপত্তিকর।

একজন বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁর তথাকথিত ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে তিনি দি টেন্ড সেটার্স নামে একটি সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন।

এই গোপন সংস্থাটির নেতা হলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। এই সংস্থাটি ১৯৮১ সালের ১০ই মে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। এই সেমিনারের উদ্দেশ্য ছিলো মেজর জেনারেল মঞ্জুরের তথাকথিত রাজনৈতিক দর্শনকে জনপ্রিয় করা। মজার বিষয় 'দি টেন্ড সেটার্স' সংস্থার প্রেসিডেন্ট মিঃ জিয়াউর রহমান উপরি-উল্লিখিত বিদ্রোহী মেজর জেনারেল মঞ্জুরের সঙ্গে তার দফতরে ১৯৮১ সালের ২৯শে মে রাত ৮টায় দেখা করেন এবং সেনাবিদ্রোহ সংক্রান্ত একটি সাংকেতিক বার্তা অন্যান্য স্থানে বহন করেন।

১৯৮১ সালের গত ৬ই আগস্ট প্রকাশিত শ্বেতপত্রের সংশোধনী

শ্বেতপত্রে প্রকাশিত একটি অংশ যা সার্কিট হাউসের নিরাপত্তার জন্যে পুলিশের লোকজন মোতায়েন সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। উপযুক্ত শিরোনামের কলামগুলো যাদের নিয়োগ করা হবে তাদের সংখ্যার স্থলে 'মোতায়েনের জন্যে প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মেট সংখ্যা পড়তে হবে এবং 'নিয়োগকৃতদের প্রকৃত সংখ্যার স্থলে শিফট ডিউটিতে নিয়োগকৃতদের প্রকৃত সংখ্যা পড়তে হবে। চার্টের পর প্রথম বাক্যটি পড়তে হবে 'এটা দেখতে হবে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার জন্যে শিফট ডিউটিতে ১২৭ জন উর্দিপরা পুলিশ ও স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের সাদা পোশাকের ৩৯ জনের মধ্যে চার্টের পর প্রথমে যে বাক্যটি রয়েছে তার জায়গায় এটি পড়তে হবে।